

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি আমাদের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি এবং জীবন-জীবিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অপরিমিত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য তিনি স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে কৃষির উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছিলেন এবং সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সনের ৩১ মে তারিখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)র সদর দপ্তর কৃষি ভবন পরিদর্শন করেন এবং কৃষির তিনটি মুখ্য উপকরণ: মানসম্পন্ন বীজ, সুসম সার ও সেচ সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব বিএডিসি'র ওপর অর্পণ করেন। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারও দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি দেশের কৃষি ব্যবস্থা ক্রমাগতই উঠছে টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের মাধ্যমে ধারাবাহিক সফলতা লাভ করে চলেছে। দেশের কৃষির সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবামুখী প্রতিষ্ঠান। বিএডিসি প্রতিষ্ঠানগ্ন থেকেই কৃষির তিনটি মুখ্য উপকরণ: মানসম্পন্ন বীজ, সুসম সার ও আধুনিক সেচ সুবিধা সঠিক সময়ে সুলভ মূল্যে কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

➤ ২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত বিগত দশ বছরে বিএডিসি'র প্রধান প্রধান অর্জন নিম্নরূপ:

কবীজ ও উদ্যান সংক্রান্ত অর্জনঃ .

১. বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ: ১৩.৮৩ লক্ষ মে.টন
২. চারা, গুটি ও কলম উৎপাদন ও বিতরণ: ৩,৩৯৪.৬৫ লক্ষ টি;
৩. সবজি ও ফল উৎপাদন ও সরবরাহ: ৩৭.৯৮ লক্ষ মে.টন;
৪. টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন: ০৪টি;
৫. অটো সীড প্রসেসিং প্লান্ট: ০৫টি;
৬. নেট হাউজ নির্মাণ: ২০টি;
৭. পলিটানেল নির্মাণ: ২৫টি;
৮. অর্কিড শেড নির্মাণ: ০৪টি;
৯. ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন শেড নির্মাণ: ১০টি;
১০. সবজি ও মৎস্য হিমাগার নির্মাণ: ০১টি;
১১. বীজ আলু হিমাগার নির্মাণ: ১২টি (০১টি ক্রয়কৃত)
১২. কৃষক প্রশিক্ষণ: ৮৯,৫৯০ জন।

খসার সংক্রান্ত অর্জনঃ .

১. নন-নাইট্রোজেনাস সার (টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি) আমদানি: ৯৩.১১ লক্ষ মে.টন;
২. নন-নাইট্রোজেনাস সার (টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি) সরবরাহ: ৮৭.৭৭ লক্ষ মে.টন;
৩. সার গুদামের ধারণক্ষমতা: ২,০৯,৮৩৩ মে.টন;
৪. প্রি-ফেরিকটেড স্টিল সারগুদাম নির্মাণ: ১৭টি (যার ধারণক্ষমতা ৫০,০০০ মে.টন);
৫. সার গুদামে সিসি ক্যামেরা স্থাপন: ৯০০টি

সারের মূল্য হ্রাস: কৃষকদের উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানের জন্য বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার উল্লেখযোগ্য হারে সারের মূল্য হ্রাস করেছে যা নিম্নরূপ:

- ১৪ জানুয়ারি ২০০৯ সালের পূর্বে টিএসপি, এমওপি এবং ডিএপি সারের মূল্য ছিল যথাক্রমে ৮০, ৭০ ও ৯০ টাকা,
১৪ জানুয়ারি ২০০৯ হতে ০১ নভেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত টিএসপি, এমওপি এবং ডিএপি সারের নির্ধারিত মূল্য যথাক্রমে ৪০, ৩৫ ও ৪৫ টাকা,
০২ নভেম্বর ২০০৯ হতে ২৩ অক্টোবর ২০১০ পর্যন্ত টিএসপি, এমওপি এবং ডিএপি সারের নির্ধারিত মূল্য যথাক্রমে ২২, ২৫ ও ৩০ টাকা,
২৪ অক্টোবর ২০১০ হতে ৩০ অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত টিএসপি, এমওপি এবং ডিএপি সারের নির্ধারিত মূল্য যথাক্রমে ২২, ১৫ ও ২৭ টাকা,

০১ নভেম্বর ২০১৪ হতে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত টিএসপি, এমওপি এবং ডিএপি সারের নির্ধারিত মূল্য যথাক্রমে ২২, ১৫ ও ২৫ টাকা, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে টিএসপি, এমওপি এবং ডিএপি সারের মূল্য যথাক্রমে ২২, ১৫ ও ১৬ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে কৃষকদের উৎপাদন খরচ ব্যাপকভাবে কমে গেছে এবং আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।

গক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত অর্জনঃ .

১. বিএডিসি কর্তৃক সেচকৃত এলাকা: ৫.৮৭ লক্ষ হেক্টর;
২. বিএডিসি কর্তৃক সেচ এলাকা সম্প্রসারণ: ১.৭৭ লক্ষ হেক্টর;
৩. জলাবদ্ধতা দূরীকরণ: ৬৮,০০০ হেক্টর;
৪. আগাম বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষা: ১৭,০০০ হেক্টর;
৫. লবণ পানির অনুপ্রবেশ থেকে ফসলের জমি রক্ষাকরণ: ১৯,০০০ হেক্টর;
৬. খাল/নালা খনন/পুনঃখনন/সংস্কার: ৭,৯৬০ কি.মি.;
৭. ভূ-পরিষ্ক ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ: ১২,১৯২ কি.মি.;
৮. রাবার ড্যাম নির্মাণ: ১০টি;
৯. হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ: ০২টি
১০. শক্তিচালিত/ভাসমান পাম্প ক্ষেত্রায়ন: ৫,৮২৬টি;
১১. গভীর নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসন: ৩,০৪৩টি;
১২. অগভীর নলকূপ স্থাপন: ২০২টি;
১৩. সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিকরণ: ৪,২২৬টি;
১৪. সৌরবিদ্যুতচালিত সেচ পাম্প স্থাপন: ২০৬টি ;
১৫. সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন: ৬৬টি;
১৬. বেড়ী বাঁধ/ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ: ২০১ কি.মি.;
১৭. সেচ অবকাঠামো নির্মাণ: ৭,৬৫১টি;
১৮. নিরাপদ ফুল ও সবজি উৎপাদনে পলিশেড নির্মাণ: ৭টি;
১৯. সেচ স্কিমে ফ্লেক্সিবল হোস/ফিতা পাইপ সরবরাহ: ৩,৪১,৪০০ মিটার;
২০. সেচ নিয়ন্ত্রণ পাইপ সংগ্রহ ও বিতরণ: ৩২,৩০০টি
২১. ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন: ২৬৬টি;
২২. ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন: ৮৭০টি;
২৩. স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন: ১০টি;
২৪. ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন: ৬৪টি;
২৫. পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ: ৪৪,৫৬০ মিটার;
২৬. আন্তঃসংযুক্ত সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ: ১০ কি.মি.;
২৭. অফিস অবকাঠামো নির্মাণ: ৪৬ টি;
২৮. প্রশিক্ষণ (কৃষক/ম্যানেজার/পাম্প অপারেটর): ১,০১,৭৬০ জন।

ঘ. তথ্য প্রযুক্তির বিস্তার:

১. আইসিটি ভিত্তিক হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে;
২. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল চাকুরীর আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে;
৩. বিএডিসি র'প্রায় সকল চিঠিপত্র- ইফাইল এবং- ই;মেইলে আদান প্রদান করা হচ্ছে-
৪. গত ০৬ নভেম্বর ২০১৬ হতে ই ফাইলিং এর মাধ্যমে তথ্য-ফাইলিং চালু করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ই-আদান প্রদান করা হচ্ছে;
৫. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নাগরিক আবেদন ও অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সেবা চালু করা হয়েছে;
৬. 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' ও 'বিসিসি' সার্ভার এর সঙ্গে বিএডিসি সংযুক্ত করা হয়েছে;
৭. ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি শতভাগ চালু করা হয়েছে;
৮. বিএডিসি'র 'সার'বিএডিসি, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য-র 'বীজ সংক্রান্ত তথ্য 'ও বিএডিসি'র নিয়োগ প্রক্রিয়া অনলাইনকরণ' এবং 'বিএডিসি'র সার সংক্রান্ত তথ্য' শীর্ষক ০৫টি সেবা অনলাইনে চালু করা হয়েছে;

৯ .ভূগর্ভস্থ লবণ পানির অনুপ্রবেশ মনিটরিং এর মাধ্যমে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণ এবং লবণাক্ততা নিরূপণের মাধ্যমে Salinity Intrusion Map তৈরিকরণ। এছাড়াও ডাটালগার স্থাপনপূর্বক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নির্ণয় করে Groundwater Zoning Map তৈরিকরণ;

১০ .মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেচযন্ত্র পরিচালনা;

১১ টি ফেসবুক গ্রুপ ১ 'বিএডিসি ভাবনা তৈরী করা হয়েছে। ফেসবুক গ্রুপে সদস্য সংখ্যা 'বিএডিসি' টি পেইজ ১ এবং '২২৮৩ জন এবং পেইজে সদস্য সংখ্যা ৩৬৯৪ জন;

১২ ফেসবুক করে কৃষক ও শ্রমিকদের প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম .

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বিএডিসি'র কার্যক্রম:

ক) সেচচার্জ হ্রাস: মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বিএডিসির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ভাড়াভিত্তিক পরিচালিত সেচযন্ত্রসমূহের সেচচার্জ ৫০% হ্রাসকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেচচার্জ হ্রাস অত্যন্ত সমন্বয়যোগী এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ সেচচার্জ হ্রাস সরকারি পর্যায়ে কৃষকদের সেচ প্রণোদনা কার্যক্রম। এতে কৃষকদের সেচ খরচ হ্রাসের পাশাপাশি সেচ সম্প্রসারণ এবং ফসলের উৎপাদনশীলতায় বিরাট অবদান রাখবে।

খ) আউশে সেচ প্রণোদনা: আউশের জমি তৈরি/কৌদাকরণ এবং পরবর্তী ২-৩ টি সেচ এবং পাম্প অপারেটর কাম শ্রমিক মজুরি বাবদ সেচ ব্যবস্থাপনায় একর প্রতি ১০০০/- (এক হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিএডিসির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণাধীন সেচযন্ত্রের আওতায় কৃষকদের মাঝে অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী ৬০,০০০ (ষাট হাজার) একর আউশের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ৪২,০৫২ জন কৃষক/কৃষানির নিকট ৬.০০ (ছয়) কোটি টাকা সেচ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়েছে।

গ) মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে আমন ধান বীজে ভর্তুকি প্রদান :মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে চলতি আমন মৌসুমে কৃষকদের মাঝে ১৯৪৯২.৫৩ মে.টন ইনব্রিড ও ৮.১৯ মে.টন হাইব্রিড আমন ধানবীজ বিক্রির জন্য সরকার কর্তৃক প্রকৃত বিক্রয়দরের উপর ২৫% ভর্তুকি প্রদান করা হয়। অর্থাৎ কেজি প্রতি ইনব্রিডের ক্ষেত্রে ১০.০০ টাকা ও হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ৫০.০০ টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়।

বিএডিসি'র বিশেষ কার্যক্রম:

চর এলাকায় সবুজায়ন: চর এলাকায় সবুজায়ন আনার লক্ষ্যে বিএডিসি'র মাধ্যমে 'রংপুর অঞ্চলে ভূপরিষ্ক পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' এবং 'বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্প দু'টি তিস্তা নদীর দু'টি চর (তালুক শাহাবাজপুর ও ডুসমারা রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলায়) এবং বগুড়া জেলার শালুখার চরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে চর এলাকায় বোরো ফসল ও বিভিন্ন সবজি (ভুট্টা, গম, মিষ্টি কুমড়া, তিল, তিশি, বাদাম, তরমুজ, স্কোয়াশ) উৎপাদন করা হচ্ছে। এতে কৃষকদের মাঝে চাষাবাদে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে চর এলাকা এখন ফসলের সবুজ মাঠে রূপান্তরিত হয়েছে। এছাড়াও বিএডিসি'র মাধ্যমে নতুন নতুন চর এলাকায় কার্যক্রম গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

পলি হাউজ: বাংলাদেশে প্রথম বিএডিসি কর্তৃক 'যশোর জেলার বিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ডিপ ইরিগেশন কর্মসূচি' বাস্তবায়নের মাধ্যমে যশোর জেলার বিকরগাছা উপজেলার গদখালীতে ০৭ (সাত) টি আধুনিক পলি হাউজ মাঠ পর্যায়ে নির্মিত হয়। পলি হাউজের দৈর্ঘ্য ৩৬ মিটার এবং প্রস্থ ২৮ মিটার। গ্রীন হাউজের বিকল্প হিসেবে স্বল্প খরচে পলি হাউজ নির্মাণ করা হচ্ছে। পলি হাউজে উৎপাদিত ফসল ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে সারা বছর নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন করা হচ্ছে যেমন- ক্যাপসিকাম, গ্রীষ্মকালীন টমেটো, ব্রকলি, গাজর, বেগুন, লেটুস পাতা, স্ট্রবেরী, রকমিলন, জারবেরা, গ্লাডিওলাস, ডাচ গোলাপ, চায়না গোলাপ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি উৎপাদন করা হচ্ছে। পলি হাউজের মধ্যে উৎপাদিত সবজি, ফল ও ফুল সূর্যের ক্ষতিকারক অতি বেগুনী রশ্মি থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে। পলি হাউজে ইনসেক্ট প্রোটেক্টিভ নেট ব্যবহার করার কারণে সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। পলি হাউজের মধ্যে একই সাথে বিভিন্ন প্রকার সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন করা যায়। ফলে ঝুঁকিহীন সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সারা বছরই নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল পাওয়া যাচ্ছে। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব থেকে সবজি, ফল ও ফুলকে এবং ক্ষেতকে রক্ষা করতে এখন আধুনিক স্মার্ট ক্লাইমেট টেকনোলজি পলি হাউজ ফার্মিং ব্যবহার করছে যশোর জেলার বিকরগাছার ফুল চাষিরা।

রাবার ড্যাম: পাহাড়ী এলাকায় যে সকল ঝরণা/পাহাড়ী ছড়ায় সারাবছর কিছু না কিছু পানি প্রবাহিত হয় সে সকল ঝরণা/পাহাড়ী ছড়ার পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে সেচ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বিএডিসি ইতোমধ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ১০ (দশ) টি রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে যেমন- চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ইছামতি নদী ও শিলক খালে, লোহাগড়া উপজেলার সরাই খালে, সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় সোনাই নদীতে, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মিছাখালী নদীতে, দোয়ারাবাজার উপজেলার চিলাই নদীতে, ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার মেনংছড়ায়, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার চেল্লাখালী নদীতে এবং হবিগঞ্জ জেলার বাহবল উপজেলার কৌরাঙ্গী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ড্যামসমূহ নির্মাণের ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৭,২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি এবং ৭,০০০ হেক্টর জমিতে আগাম বন্যার হাত হতে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম: দেশে প্রথম বারের মত বিএডিসির মাধ্যমে চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় ভরাশংখ খালে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। রাবার ড্যামের তুলনায় হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি সহজ। এতে অতি অল্প সময়ে পানি আটকানো এবং ছেড়ে দেয়া যায়। প্রয়োজনে আংশিকভাবে পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব। উক্ত ড্যামটি নির্মাণের ফলে ১২০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসছে এবং ৩০০০ হেক্টর জমির ফসল লবণ পানির অনুপ্রবেশের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এছাড়াও কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলায় হারবাং ছড়ায় আরও একটি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ কাজ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে। যার ফলে নতুন ৮৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

নবায়নযোগ্য শক্তি: নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন-সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস ইত্যাদি ব্যবহারে মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

গাইড/ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার: বিএডিসির বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় সর্বমোট ২০১ কি.মি. গাইড/ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণের ফলে ভূমির ক্ষয়রোধসহ জোয়ারের পানি ও বন্যা থেকে প্রায় ১০,০০০ হেক্টর জমির ফসল রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন: বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহার বিষয়ক SREDA এর Roadmap of Upscaling PV Solar Irrigation Pump এর নীতিমালা অনুযায়ী আগামী ২০২০ সালের মধ্যে ১০% ডিজেল চালিত সেচযন্ত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে সেচ কাজে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিএডিসিতে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষমতার ২০৬টি সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন করে প্রায় ৪৮০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির মাধ্যমে সেচ পাম্প পরিচালনার ফলে দেশের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের পাশাপাশি ডিজেলের ওপর চাপ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে।

সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল স্থাপন: ফুল, ফল ও সবজি চাষে অপেক্ষাকৃত কম সেচ প্রয়োজন হয়। ফুল, ফল ও সবজি স্কিমে খুব সহজেই সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল ব্যবহার করে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। যে সমস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত ভূপরিষ্ক পানি নেই, সেই সকল এলাকায় সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণকৃত ডাগওয়েল স্কিমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে ডাগওয়েলে সংরক্ষণ করা হয়। বিএডিসির বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে সর্বমোট ৬৬টি সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ১৬৩ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতি স্থাপন: সেচের পানি অপচয় রোধকল্পে পানি সাশ্রয়ী নতুন প্রযুক্তি সেচে ব্যবহৃত হচ্ছে। উক্ত সেচ প্রযুক্তির মাধ্যমে গাছের গোড়ায় সঠিকস্থানে পরিমাণ মত সেচ প্রয়োগ করা সম্ভব। এতে সেচে পানির কোন প্রকার অপচয় হয় না। এ পদ্ধতিতে সেচের পানিতে সার মিশ্রিত করে ফাটিগেশন করা যায়। ফুল, ফল ও সবজি চাষে অপেক্ষাকৃত কম সেচ প্রয়োজন হয়। ফুল, ফল ও সবজি উৎপাদনকারী স্কিমে খুব সহজেই ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। বিএডিসির আওতায় সর্বমোট ৬৪টি ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতির প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। পানি সাশ্রয়ী ড্রিপ ইরিগেশন প্রদানের ফলে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্প্রিংকলার ইরিগেশন পদ্ধতি স্থাপন: যে সকল ফসলে অপেক্ষাকৃত কম সেচের প্রয়োজন এবং জমি সমতল নয় সে সকল ফসলে আধুনিক প্রযুক্তি সহজে ব্যবহার করা যায়। স্প্রিংকলার ইরিগেশন পদ্ধতিতে পানি চারিদিকে কুয়াশার আকারে ছড়ায় বিধায় পানি অপচয় কম হয়। তাছাড়াও স্প্রিংকলার ইরিগেশন পদ্ধতির সাথে সার মিশ্রিত করে যে সেচ প্রয়োগ করা হয় তাকে ফাটিগেশন বলা হয়। শাক-সবজি, মসলা জাতীয় ফসল, ফুল, ফল অথবা গম চাষে সফলতার সাথে স্প্রিংকলার ইরিগেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। বিএডিসির আওতায় সর্বমোট ১০টি স্প্রিংকলার ইরিগেশন পদ্ধতির প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে।

স্মার্টকার্ড বেইজড প্রি-পেইড মিটার স্থাপন: বিএডিসি কর্তৃক সর্বমোট ২,৪৫৮টি গভীর নলকূপে স্মার্টকার্ড বেইজড প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। স্মার্টকার্ড বেইজড প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ফলে সেচচার্জ আদায় সহজতর হয়েছে এবং কৃষক ফসলে সঠিক সময়ে ও পরিমাণমত সেচ দিতে সমর্থ হচ্ছে। ফলে কৃষি ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের উন্নয়ন হচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর মনিটরিং: বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ডাটা লগার স্থাপনপূর্বক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নির্ণয় করা হচ্ছে এবং বিএডিসির কেন্দ্রীয় সার্ভারের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তথ্য উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে দেশের কোথায় কোন ধরনের সেচযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে তা সহজেই নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ তথ্য ব্যবহার করে ইতোমধ্যে Groundwater Zoning Map তৈরি করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা আপডেট করা হচ্ছে। এছাড়াও Space Technology (ST), Remote Sensing (RS), Geophysical Survey এর মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ করে, আধুনিক প্রযুক্তি যেমন: Geographical Information System (GIS) Modeling এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ, পরিবীক্ষণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন, প্রচার এবং ডাটাবেজ উন্নয়ন ও সরকারকে তা অবহিত করা হচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ লবণ পানির অনুপ্রবেশ মনিটরিং: বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ লবণ পানির অনুপ্রবেশ মনিটরিং এর নিমিত্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির লবণাঙ্কতা নিরূপনের মাধ্যমে Salinity Intrusion Map প্রস্তুত করা হয়েছে। যা বর্তমানে ডিজিটালাইজেশন পদ্ধতিতে আপডেট করার নিমিত্ত ৬০টি উপজেলায় ৩০০টি ডাটা লগার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পোর্টেবল/মোভেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা: সাধারণত চরাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিষ্ক সেচনালা নির্মাণ সম্ভব হয় না। সে কারণে মাটির উপর দিয়ে HDP (High Density Polyethylene) পাইপ দিয়ে সেচের পানি পরিবহণ করা হয়। বন্যার সময় HDP পাইপ অপসারণ করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া যায়। বিএডিসির আওতায় “কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি” তে সর্বমোট ৪০,০০০ মিটার পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। অপরদিকে “রংপুর অঞ্চলে ভূপরিষ্ক পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প” এর আওতায় রংপুর

জেলার তিস্তা নদীর কাউনিয়ার চরে ভাসমান নৌকায় সোলার প্যানেল স্থাপন করে চরাঞ্চলে একস্থান হতে অন্যস্থানে HDP পাইপের সাহায্যে ৪,৫৬০ মিটার মোডেবল সেচ বিতরণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত চরাঞ্চলে মিষ্টি কুমড়া, বাদাম, স্কোয়াশ ও ডাল জাতীয় প্রচুর ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। যার ফলে প্রায় ২০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

আন্তঃসংযুক্ত সেচ বিতরণ ব্যবস্থা: লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ১০ কি.মি. আন্তঃসংযুক্ত সেচ বিতরণ ব্যবস্থা এবং ৫০ কি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে ইউনিয়নের সেচযোগ্য ৮০০ হেক্টর জমি ভূপরিষ্ক পানির সাহায্যে সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদান: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার পলাশে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং কাজে ব্যবহারের জন্য বিপুল পরিমাণ পানি উত্তোলন করা হয় এবং গরম অবস্থায় তা আবার নদীতে নির্গত হয়। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই পানি ঠান্ডা করে বিএডিসির নিজস্ব প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী জেলার প্রায় ২২,৭৮৫ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। গ্র্যাভিটেশনাল ফ্লোর'র মাধ্যমে অধিকাংশ স্থানে সেচ দেয়া হচ্ছে। এতে নামমাত্র মূল্যে কৃষক সেচ সুবিধা পাচ্ছে। অপরদিকে জ্বালানি সাশ্রয় এবং ফসলের উৎপাদন খরচ হ্রাস পাচ্ছে।

ফ্লেক্সিবল হোস পাইপ/ফিতা পাইপ সরবরাহ: সেচ পাম্পের ভূগর্ভস্থ সেচনালায় শেষ প্রান্তে অতিরিক্ত জমিতে সেচ প্রদান, সেচ যন্ত্রের কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি এবং সেচের পানির অপচয় রোধকল্পে সর্বমোট ৩,৪১,৪০০ মি. ফ্লেক্সিবল হোস পাইপ/ফিতা পাইপ সরবরাহ করা হয়েছে। যা সেচ কাজে ব্যবহার করে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষকগণও উপকৃত হচ্ছেন।

এডাল্টিউডি পদ্ধতি: বোরো ধান সেচ নির্ভর ফসল। কৃষকগণ বোরো ধান চাষে সাধারণত জমিতে দাঁড়ানো পানি রাখা অপরিহার্য মনে করে। কিন্তু সর্বদা দাঁড়ানো পানি না রেখে পর্যায়ক্রমে ভেজা ও শুষ্ক পদ্ধতি (Alternet Wetting and Drying) অনুসরণ করে সেচের পানি সাশ্রয়ের পাশাপাশি মূল্যবান জ্বালানি সাশ্রয় যেমন সম্ভব, তেমনিভাবে উৎপাদন বেশি পাওয়া যায়। আবার সাশ্রয়ী পানি দিয়ে সেচ এলাকা বৃদ্ধি তথা অধিক পরিমাণ জমিতে বোরো ধানের আবাদ সম্প্রসারণ করা সম্ভব। এ পদ্ধতি সেচ নিয়ন্ত্রক পাইপ ব্যবহার করে সম্পন্ন করা যায়। বিএডিসির ক্ষুদ্রসেচ উইং এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকগণকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সর্বমোট ৩২,৩০০ সেচ নিয়ন্ত্রক পাইপ সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত: বিএডিসি'র মাধ্যমে আউশ, আমন, বোরো, গম, বার্লি, ডাল ও তৈলবীজের বিভিন্ন জাতের প্রতিকূলতা সহিষ্ণু (খরা, লবনাক্ততা, জলমগ্নতা ও তাপসহিষ্ণু) বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে উপর্যুক্ত মূল্যে সঠিক সময়ে সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

অটো সিড প্রসেসিং প্লান্ট: বিএডিসি গত ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত মোট ৫টি অটোসিডপ্লান্ট স্থাপন করেছে। অটোসিডপ্লান্ট এর মাধ্যমে দানা শস্য বীজের গুণগতমান নিশ্চিত করণে সল্প সময়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ কার্যক্রম বস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণা কার্যক্রম: বিএডিসি আইন ২০১৮ এর মাধ্যমে বিএডিসিকে গবেষণার ম্যান্ডেট দেয়া হয়েছে। বিএডিসিতে গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কৃষি গবেষণার মাধ্যমে ফসলের উন্নত জলবায়ু সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং বীজ প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির লাগসই ও টেকসই কারিগরি কলাকৌশল উদ্ভাবন কার্যক্রম চালু হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০ বর্ষে ২৬ টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী এক বছরের মধ্যে বিভিন্ন ফসলের ১০ টি জাত ও বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্পন্ন হবে। গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণার সাথে বিএডিসি'র সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিএডিসি হাইব্রিড ধান বীজ ও হাই ভেলু বীজ: বিএডিসি'র দানাশস্য বিশেষ করে ধানের বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন এবং বোরো আমন মৌসুমে বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বোরো মৌসুমে SL8H হাইব্রিড জাতটি ব্যপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ২০১৯-২০ বছরের বোরো মৌসুমে প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে SL8H হাইব্রিড জাতের আবাদ হয়। জাতটির উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১২-১৫ মে.টন প্রতি হেক্টর।

এগ্রো-ইকোলজিক্যাল ফার্ম: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত হুমকি মোকাবেলায় বিএডিসি পরিবেশবান্ধব ইকোলজিক্যাল ফার্মিং শুরু করেছে। প্রকৃতিকে অক্ষুন্ন রেখে ফসল, পশুপালন, মৎস্য ও বনায়ন- কৃষির এ চারটি উপাদান নিয়ে নোয়াখালীর সুবর্ণচরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিএডিসি'র এগ্রো-ইকোলজিক্যাল খামার। বায়োভাইভার্সিটি সমৃদ্ধ করে বাণিজ্যিকীকরণ করার প্রয়াসে খামারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অনন্য অসাধারণ একটি খামার। এখানে একসাথে শেয়াল আর হরিণ ঘুরে বেড়ায় বনে, অতিথি পাখিরা বেড়াতে এসে আর ফিরে যায়না, মহিষ আর ভেড়ার পাল মাঠ চরে বেড়ায়, হাজারো পাখির কিচিরমিচিরে মুখরিত থাকে খামারটি। হারিয়ে যাওয়া ফসল আর মাছের সমারোহ ছোটবেলার কৈশোর মনে করিয়ে দেয়। খামারটি নিজস্ব আয়ে পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করেছে। এ কার্যক্রমটি সফল হলে বিএডিসি অন্যান্য খামারেও ইকোলজিক্যাল ফার্মিং শুরু করবে।

দশমিনা বীজ উৎপাদন খামার: খামারের আয়তন 1044.36 । খামারের প্রকল্প এলাকা বরিশাল বিভাগের ০২ টি জেলা (বরিশাল এবং পটুয়াখালী) ও ০২টি উপজেলা (বরিশাল সদর ও দশমিনা)এক সময় বরিশাল “খাদ্য ভান্ডার” হিসেবে পরিচিত ছিল।কিন্তু বন্যা, খরা, লবনাক্ততা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে মাটির গুণাগুণ হ্রাস পাচ্ছে এবং এ অঞ্চলে অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়ছে। দক্ষিণাঞ্চলে কৃষিতে অধিক সমৃদ্ধি আনয়ন এবং বিভিন্ন শস্যের লবনাক্ততা সহনশীল জাতের বীজ বর্ধিতকরণ জরুরি। অন্যদিকে মূল ভূমিতে বৃহদাকার খামার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সমতলভূমি সহজলভ্য নয়।দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত উপকণ্ঠীয় অঞ্চলের উন্নয়ন এবং অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় ফসলের পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ও ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে খামারটি তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়।

জৈবসার/ভার্মি কম্পোষ্ট সার: বিএডিসি'র মাধ্যমে জৈবসার/ভার্মি কম্পোষ্ট সার উৎপাদন, খামারসমূহে ব্যবহার এবং চাষি পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। এতে মাটির উর্বরতা সুরক্ষায় কৃষক ভাইয়েরা সহায়তা পাচ্ছেন।

টিস্যুকালচার প্রযুক্তি: টিস্যুকালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিএডিসি'তে বীজআলু আমদানি গত ৪ (চার) বছর যাবত বন্ধ করা হয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা হচ্ছে।

বায়োটেকনোলজি: বর্তমান সরকারের মেয়াদে বিএডিসি'তে জীব প্রযুক্তির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। জীব প্রযুক্তির আওতায় ৪ (চার) টি টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়েছে। উক্ত ল্যাবরেটরিতে আলুর প্লান্টলেট, অর্কিড, স্ট্রবেরী, ডাগনফুট, মিশরীয় ডুমুর ইত্যাদির টিস্যুকালচার চলছে।

নিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ : গ্রিন হাউজের সহায়তায় ক্রসিং এর মাধ্যমে আলুর নতুন জাত উদ্ভাবনের সুবিধা তৈরি হয়েছে। বেগুন, টমেটো ও মিষ্টি কুমড়া সহ অন্যান্য কয়েকটি ফসলের হাইব্রিড লাইন তৈরির কাজ চলছে। গ্রিন হাউসের সহায়তায় ঐবধঃ ঙড়ষবৎধহঃ চেেরী টমেটোর জাত প্রবর্তনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

হাইড্রোপোনিক/এ্যাকুয়াফোনিক প্রযুক্তি: হাইড্রোফোনিক/এ্যাকুয়াফোনিক প্রযুক্তি, পলিটানেলের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রযুক্তি (PEN Pest Exclusion Net), Clibio প্রযুক্তি মাধ্যমে সবজি ফসলের ফাংগাস ও ব্যাকটেরিয়াল রোগ নির্মূল করা, ন্যানো টেকনোলজি (ICC- Ionic Cupric Copper) ব্যবহার করে সবজি ফসলের রোগ-বালাই দমন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ: বিএডিসি'র ২৪টি খামার রয়েছে। এসকল খামারে বীজ বপন হতে শুরু করে কর্তন পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে ধাপে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। খামারে যান্ত্রিকীকরণের ফলে খামারের শ্রমিক সংখ্যা হ্রাস পেয়ে বাজেট কমেছে এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বীজআলু হিমাগার: বিগত ১০ বছরে বিএডিসি আলুবীজ বিভাগের আওতায় নতুন ১১ (এগার)টি বীজআলু হিমাগার নির্মাণ করা হয়েছে এবং ০১ (এক)টি হিমাগার (মালতি, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল) ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে মোট হিমাগারের সংখ্যা ৩০ (ত্রিশ) টি এবং সর্বমোট ধারণ ক্ষমতা ৪৫,৫০০ মে.টন। এছাড়া, মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প মেয়াদে প্রতিটি ২০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আরো ০৪ (চার) টি অত্যাধুনিক হিমাগার নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভিয়েতনামী খাটো নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন: দেশের সার্বিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখার নিমিত্তে বিএডিসি'র খামার ও অফিসসহ মোট ৪২টি কেন্দ্রে ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) হতে ৫০০০টি খাটো জাতের নারিকেল চারা সংগ্রহ পূর্বক ২০১৮ সালের জুন মাসে মাতৃবাগান স্থাপন করা হয়েছে। স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক নারিকেল প্রাপ্তির আশায় সারাদেশে খাটো জাতের ভিয়েতনামী নারিকেলের চাষাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও অধিক ফলন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বর্তমান বিএডিসিতে স্থাপনকৃত ভিয়েতনামী নারিকেলের মাতৃ বাগান রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল ও বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তর কৃষি ভবনের প্রধান ফটকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল এবং বিএডিসি গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করা হয়। গত ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্নার ও ম্যুরাল উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। বঙ্গবন্ধু কর্নারে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণসহ এ সংক্রান্ত বই স্থান পেয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণসহ বিভিন্ন ভিডিও প্রদর্শনের জন্য একটি এলইডি টেলিভিশন স্থাপন করা হয়েছে। কর্নারে বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ভাষণের টেরাকোটা ও বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে।

ডে-কেয়ার সেন্টার: বিএডিসি'র চিকিৎসা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১১ জন শিশু নিয়ে বিএডিসি'র ডে-কেয়ার সেন্টার শুরু হয়েছে। গত ২৪ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ডে-কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন করেন। ডে-কেয়ার সেন্টারটি চালু হওয়ায় মাসিক মাত্র ৭০০ টাকার বিনিময়ে বিএডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ তাদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেবা পাচ্ছেন। ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদের শিক্ষা, বিনোদন ও প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

পুরস্কার ও স্বীকৃতি: নানামুখী কার্যক্রমের সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিএডিসি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৭- এ স্বর্ণপদক; বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে খাদ্য মেলা- ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭; জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা- ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯; জাতীয় সবজি মেলা-২০১৮-১৯ এ প্রথম পুরস্কার এবং বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে খাদ্য মেলা- ২০১৪; জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা- ২০১৫-১৬; জাতীয় সবজি মেলা-২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৯-২০; জাতীয় ফল মেলা- ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এ ২য় পুরস্কার অর্জন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।